BetterWork

কর্মক্ষেত্রে যৌন-হয়রানি (সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট) প্রতিরোধ

International Labour Organization

IFC International Finance Corporation WORLD BANK GROUP

যৌন হয়রানি কি?
কারখানায় এর প্রভাব কি?

সংজ্ঞা

- অপ্রত্যাশিত যৌন আচরণ যাতে কেউ অপমানিত বোধ করে। যা কারও কাছে অসহনীয়।
- কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বার বার এগুলো করে যখন কাউকে বিরক্ত করা হয় তখন সেটাকে যৌন হয়রানি বলা হয়।
- এবং একটি ভীতিকর ও অস্বস্তিকর কাজের পরিবেশ তৈরি করে।
- সুপারভাইজর, ম্যানেজার, ক্রেতা, ঠিকাদার কিংবা শ্রমিকেরা যৌন হয়রানি করতে পারে।

যৌন হয়রানির প্রকারভেদ

ইঙ্গিতে	মৌখিক	শারীরিক
আকার ইঙ্গিতে যৌনতা প্রকাশ করা, যেমন: স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, ইংগিতপূর্ণভাবে আড় চোখে তাকানো, চোখ টেপা, খুব কাছাকাছি দাঁড়ানো বা বাজে অঙ্গভঙ্গি। কিংবা বিভিন্ন যৌন উদ্দীপক উপকরণের মাধ্যমেও যৌন হয়রানি প্রকাশ পায়। কম্পিউটার বা মোবাইলের পর্দায় (স্কিন সেভার) কোন ছবি বা বার্তা দেখানো, ইমেইল বা টুইটারে কিছু জানানো, মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা পাঠানো বা চিরকুটে কিছু লেখা, ইন্টারনেটে যৌন সাইট ব্যবহার করে কিছু দেখানো অথবা যৌনক্রিয়া সম্বলিত ছবি বা পোস্টার বা যেকোনো কিছুর ব্যবহার।	ইঙ্গিত করে কিছু বলা, অশালীন রসিকতা যৌনতার ইংগিত দেয় এমন ঠাট্টা করা, যেকোন সাধারণ কথাকে যৌনতা দিয়ে ব্যাখ্যা করে মজা করার চেষ্টা করা, হয়রানিমূলক, নেতিবাচক বা ভয় দেখিয়ে মন্তব্য করা, ব্যক্তিগত জীবন বা শরীর নিয়ে অনধিকারমূলক প্রশ্ন করা, যৌন বিষয়ে অপমান বা কটাক্ষ করে কিছু বলা, অপ্রত্যাশিত যৌন সম্পর্কের আমন্ত্রণ, কিংবা বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করা, অনধিকার বলে সামাজিক যোগাযোগ সাইটে যোগাযোগ করা, হয়রানিমূলক বা নোংরা মন্তব্য করা।	অগ্রহণযোগ্যভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্পর্শ করা, শরীরে ঠেস দেয়া বা চাপ দেবার চেষ্টা করা, চুমু খাওয়া, অন্ধকারে গায়ে হাত দেয়া, চিমটি কাটা, থাপ্পর দেয়া, ধাক্কা দেয়া, চুল টেনে ধরা, গায়ে হাত বুলানো বা জনসম্মুখে অপদস্ত করা ।

যৌন হয়রানি দুই ধরনের

কোনো কিছুর বিনিময়ে যৌন হয়রানি	‘বৈরি পরিবেশ
• অগ্রহণযোগ্য যৌন সুবিধা নেয়া • ‘একটার বিনিময়ে আরেকটা‘ এভাবে যৌন সুবিধা নেয়ার অনুরোধ • আকার ইঙ্গিত, মৌখিক ও শারীরিক বিভিন্নভাবে যৌনতা প্রকাশ করা, যেমন: • কাজ দেয়ার শর্তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌন সুবিধা নেয়া • এ ধরনের অগ্রহণযোগ্য সুবিধা দিতে সম্মতি বা তা প্রত্যাখান করার ভিত্তিতে কর্মীর ওপর প্রভাব ফেলে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া	আকার ইঙ্গিত, মৌখিক ও শারীরিক বিভিন্ন ধরনের যৌন আচরণ বৈরি পরিবেশ তৈরি করে। এটি অযাচিত ভাবে কর্মীর কাজের ফলাফলকে প্রভাবিত করে, কিংবা তার জন্য ভয়ের, অসহনীয় ও অসম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করে

যৌন হয়রানি এবং ফৌজদারি অপরাধ

২০০৯ সালের ১৪ মে হাইকোর্ট একটি রায় দেন। এ রায়ে বিভিন্নভাবে যৌন নিপীড়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞায় হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, শারীরিক ও মানসিক যেকোনো ধরনের নির্যাতনই যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে। ইমেইল, এসএমএস, টেলিফোনে বিড়ম্বনা, পর্নগ্রাফি, যেকোনো ধরনের চিত্র, অশালীন উক্তিসহ কাউকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সুন্দরী বলাও যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে।

শুধু কর্মস্থল কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ ধরনের হয়রানি ঘটে না, রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের অশালীন উক্তি, কটূক্তি করা, কারো দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো প্রভৃতি যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করা হবে। রায়ে বলা হয়, কোনো নারীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, যেকোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন, অশালীন চিত্র দেয়াল লিখন, আপত্তিকর কিছু করাও যৌনহয়রানির মধ্যে পড়ে। হাইকোর্টের এ নির্দেশে উল্লেখিত আচরণগুলো সবই দণ্ডবিধির ২৯৪, ৩৫৪ও ৫০৯ ধারায় বর্ণিত আছে। ইভ টিজিং আর যৌন হয়রানি একই অপরাধের আওতায় বিচার হতে বাধা নেই হাইকোর্টের রায়ে।

যৌন হয়রানির ব্যাপকতা

- পৃথিবির সকল দেশে; প্রতিষ্টানের সকল পর্যায়ে; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যৌনহয়রানি ঘটে;
- নারী শ্রমিকেরা বিশেষভাবে যৌনহয়রানির ঝুকির মধ্যে থাকে
- অভিবাসী/ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা শ্রমিকেরা বর্ধিত ঝুকির মধ্যে আছে

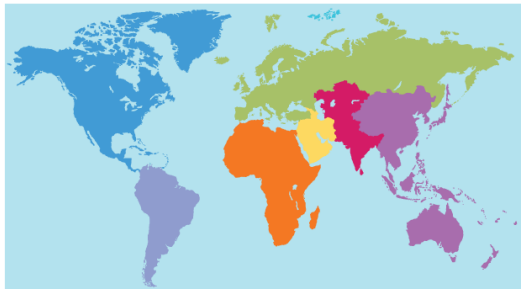

যৌন হয়রানির প্রভাব

- যৌন হয়রানি কর্মসংস্থান ও মানবাধিকার দুদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা এটি শ্রমিকদের সম্মান ও নিরাপত্তা দুটোই লঙ্ঘন করে।
- যৌন হয়রানি কর্মীদের স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত ও সার্বিক কল্যাণে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।
- যৌন হয়রানির শিকার হলে কারো পক্ষে কাজে মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে :
  - **অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায়**
  - **চাকুরি ছাড়ার হার বাড়ে**
  - **অসুস্থতা বাড়ে**
  - **উৎপাদন কমে যায়**

কারখানায় যৌন হয়রানি

- পোশাক কারখানায় অধিকাংশ শ্রমিকই নারী যারা পুরুষ সুপারভাইজরের অধীন কাজ করে;
- কাজের অনেক বেশি চাপ এবং হয়রানিমূলক পরিবেশ থাকে
- বিচ্ছিন্নতা
- ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা

যৌন হয়রানি নিয়ে কথা বলা কেন দরকার?

কারণ তা

- শ্রমিকের অধিকার লঙঘন করে।
- শ্রমিকের স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ, কর্মদক্ষতাকে আক্রান্ত করে।
- উৎপাদন ব্যাহত করে।

ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার কারণে প্রায়ই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে যেখানে উর্ধতন ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। নিপীড়িত ব্যক্তি প্রতিরোধ করতে গিয়ে সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধের গুরত্ব

যৌন হয়রানির ঘটনা খুব কমই প্রকাশ করা হয়।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মনে করা হয় নিপীড়িত ব্যক্তি সম্মান হারায়, যার ফলে বেশীরভাগ ঘটনা প্রকাশিত হয়না।

কুইজ

সত্য? মিথ্যা?

যৌন সুবিধা চরিতার্থ করার জন্য যদি একজন অধস্তন এর বিরুদ্ধে সুপারভাইজার হুমকি দ্যায় এবং শ্রমিক তা অভিযোগ না করে তবে তা যৌন হয়রানি হবেনা

একজন তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) যদি একজন শ্রমিক কে কেবল একবার খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করে তবে তা যৌন হয়রানি হবেনা

শ্রমিক যদি তাৎক্ষণিক ভাবে যৌন হয়রানির অভিযোগ না করে তবে তা সমস্যা হিসেবে অবিহিত হবেনা

যৌন হয়রানি কেবল মেয়েদের সাথেই ঘটে।

সমলিঙ্গে যৌন হয়রানি হয়না, কেবল বিপরীত লিঙ্গের মানুষের মধ্যেই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে।

- ধর্ষণের শিকারদের ৮৬ শতাংশ শিশু-কিশোর
- ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হয়েছে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশু-কিশোর
- সব ঘটনা জানা যায় না

BetterWork Bangladesh

যৌন হয়রানি নিয়ে কথা বলার কিছু নাই

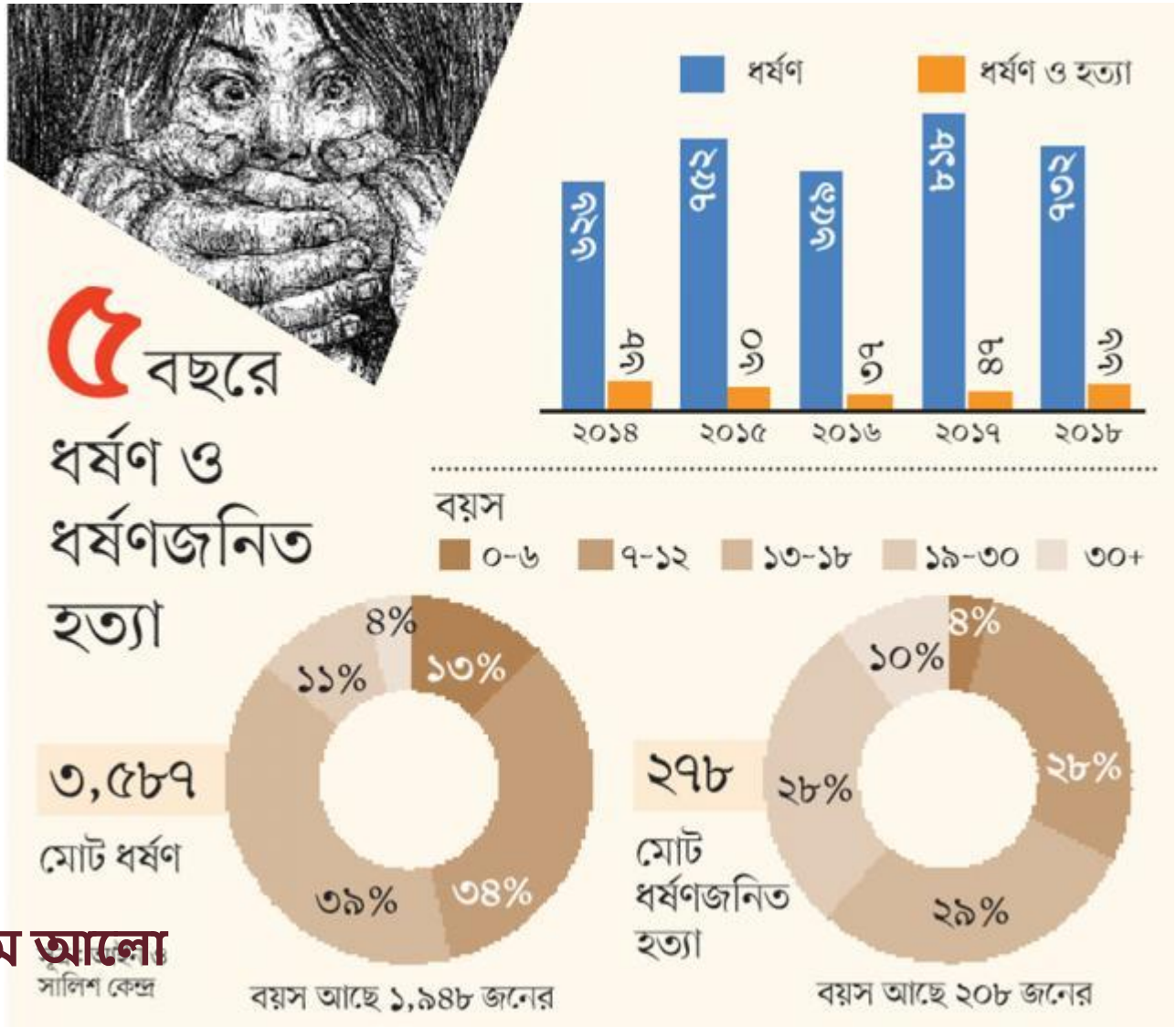

১৯ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো

মজা করে আপত্তিকর কথা বললে তা হয়রানি হিসেবে গণ্য হবেনা।

কর্কশ আচরণও একধরনের যৌন হয়রানি।

যৌন হয়রানি বন্ধ করার একমাত্র উপায় হল তা না দেখার ভান করা।

তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব যৌন হয়রানির ঘটনা তদন্ত করা।

তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) নিজেও যৌন হয়রানি করতে পারেন।

কাউকে প্রশংসা করার মাধ্যমেও যৌন হয়রানি করা যেতে পারে।

কারও উদ্দেশ্য খারাপ না হলে তার আচরণকে হয়রানিমূলক আচরণ বলা যাবেনা।

যৌন হয়রানি

নিপীড়িত ব্যক্তিই নির্ধারণ করবে কোন আচরণ হয়রানিমূলক কিনা।

যৌন যে কোন আচরণ অগ্রহণযোগ্য হবে যদি;

তা যার সাথে করা হয় তার কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়।

তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) হিসেবে আপনার দায়িত্ব

একজন তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) হিসেবে আপনাকে যৌন হয়রানি বিষয়ে সচেতন হতে হবে কারণ;

- আপনার সাথে যারা কাজ করে তাঁদের রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব।
- কর্মস্থলে যৌন হয়রানিমূলক আচরণ চিহ্নিত করা ও বন্ধ করা।
- নিজে সচেতন হওয়া এবং যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এমন আচরণ বন্ধ করা।
- যৌনহয়রানির অভিযোগ আসলে দ্রুততার সাথে এবং সঠিক ভাবে ব্যবস্থা নেয়া।

একজন তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) কে অবশ্যই যা করতে হবে

নিজেকে একজন আদর্শ চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা

নীতিমালা বাস্তবায়ন করা

গোপনীয়তা রক্ষা করা

আপনার কারখানার যৌন হয়রানি বিষয়ক নীতিমালাঃ

- সকলকে যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষিত রাখবে (শ্রমিক, তত্ত্বাবধায়ক/সুপারভাইজার) কিংবা ব্যবস্থাপক);
- কিভাবে অভিযোগ জানাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে তা জানা যাবে।
- গোপনীয়তা রক্ষাই প্রধান তা নিশ্চিত করবে।

আদর্শ যৌন হয়রানি প্রতিরোধ পলিসি

নিপীড়ককে নিপীড়ন বন্ধ করতে বলুন!	• নিপীড়নের শিকার
অভিযোগ দাখিল	• ভিক্টিম বা তার তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার)
সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রাখা	• তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার)
তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) এর দায়িত্ব	• তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার)
ব্যবস্থাপককে জানানো	
তদন্ত	• ব্যবস্থাপক
নথিভূক্ত করা	• ব্যবস্থাপক
তদন্তের ফলাফল জানানো	• ব্যবস্থাপক

আপনার কারখানার যৌন হয়রানি প্রতিরোধ পলিসি

ধন্যবাদ